বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪

সূচিপত্র

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

২। সংজ্ঞা

৩। কতিপয় ব্যক্তিকে আটক বা বহিস্কারাদেশ প্রদানের ক্ষমতা

৪। আটকাদেশ কার্যকরকরণ

৫। আটকের স্থান ও শর্তাবলি নির্ধারণের ক্ষমতা

৬। কতিপয় কারণে আটকাদেশ অবৈধ বা অকার্যকর হইবে না

৭। পলাতক ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ

৮। আদেশ প্রদানের কারণ অবহিতকরণ

৯। উপদেষ্টা পরিষদ গঠন

১০। উপদেষ্টা পরিষদে উপস্থাপন

১১। উপদেষ্টা পরিষদের কার্য পদ্ধতি

১২। উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ

১৩। আটকাদেশ প্রত্যাহার

১৪। আটক ব্যক্তিদের সাময়িক মুক্তি (release)

১৫। অন্তর্ঘাতমূলক কার্য

১৬। ক্ষতিকর কার্য, ইত্যাদি নিষিদ্ধ [বিলুপ্ত]

১৭। কতিপয় দলিল, ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা [বিলুপ্ত]

১৮। কতিপয় বিষয়ের প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণ [বিলুপ্ত]

১৯। ধ্বংসাত্মক সংঘসমূহের নিয়ন্ত্রণ

২০। কতিপয় সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ

২১। সংরক্ষিত স্থানসমূহ

২২। সংরক্ষিত এলাকাসমুহ

২৩। ধারা ২১ ও ২২ এর বিধানাবলি কার্যকরকরণ

২৪। সান্ধ্য আইন

২৫। মজুতদারি ও কালোবাজারি কারবারের শাস্তি

২৫ক। মুদ্রার নোট (currency-note) বা সরকারি স্ট্যাম্প জাল করিবার শাস্তি

২৫খ। চোরাচালানের শাস্তি

২৫গ। খাদ্য, পানীয়, ঔষধ বা প্রসাধনী ভেজাল দেওয়া, বা ভেজাল দেওয়া খাদ্য, পানীয়, ঔষধ বা প্রসাধনী বিক্রয়ের শাস্তি

২৫ঘ। অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, ইত্যাদির শাস্তি

২৫ঙ। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

২৬। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ এবং কতিপয় অন্যান্য অপরাধের বিচার

২৭। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি

২৮। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা

২৯। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যধারায় ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ

৩০। আপিল এবং মৃত্যুদন্ড অনুমোদন

৩০ক। দন্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা

৩১। নূতন করিয়া বিচারে বাধা

৩২। অপরাধসমূহের আমলযোগ্যতা এবং অজামিন যোগ্যতা

৩৩। পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রদান

৩৪। আদালতসমূহের এখতিয়ারে বাধা

৩৪ক। মৃত্যুদন্ড কার্যকরকরণ

৩৪খ। আইনের প্রাধান্য

৩৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৩৬। রহিতকরণ ও হেফাজত

তপসিল

বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪
১৯৭৪ সনের ১৪ নং আইন

[৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪]

কতিপয় ক্ষতিকর কার্য প্রতিরোধ, এবং কতিপয় গুরুতর অপরাধের অধিকতর দ্রুত বিচার ও কার্যকর শাস্তি প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু কতিপয় ক্ষতিকর কার্য প্রতিরোধ, এবং কতিপয় গুরুতর অপরাধের অধিকতর দ্রুত বিচার ও কার্যকর শাস্তি দানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই আইন বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "**ফৌজদারী কার্যবিধি**" অর্থ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন);

(খ) "**কালোবাজারি**" অর্থ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা, অথবা আইন বহির্ভূত অন্য কোনোভাবে,-

(অ) অনুরূপ কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন প্রদত্ত রেশনের দ্রব্য বিক্রয়, বদল, বিনিময়, সরবরাহ বা বিনষ্ট করা; বা

(আ) অনুরূপ কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো লাইসেন্স, পারমিট বা রেশন দলিল ব্যবহার বা লেনদেন করা;

(গ) "**আটকাদেশ**" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রদত্ত আটকাদেশ;

[1] [***]

(ঙ) "**মজুতদারি**" অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন এককালীন কোনো দ্রব্য মজুদ বা গুদাতমজাত করিবার জন্য অনুমোদিত সর্বোচ্চ পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ দ্রব্য মজুদ বা গুদামজাত করা;

[1] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা দফা (ঘ) বিলুপ্ত।

(চ) "**ক্ষতিকর কার্য**" অর্থ নিম্নবর্ণিত অভিপ্রায় বা সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ কোনো কার্য করা, যথা:-

(অ) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বা প্রতিরক্ষার ক্ষতি করা;

(আ) বাংলাদেশের সহিত বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সংরক্ষণের ক্ষতি করা;

(ই) বাংলাদেশের নিরাপত্তা বা জননিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার ক্ষতি করা;

(ঈ) বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণি বা গোষ্ঠির মধ্যে শত্রুতা, ঘৃনাবোধ বা উত্তেজনা সৃষ্টি করা;

(উ) আইনের শাসন বা আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা বা উৎসাহ প্রদান বা উত্তেজিত করা;

(ঊ) জনসাধারণের জন্য অত্যাবশ্যক সেবা ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করা;

(ঋ) জনসাধারণ বা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি বা আতঙ্ক সৃষ্টি করা;

(এ) রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বা আর্থিক স্বার্থের ক্ষতি করা;

[2][***]

(ছ) "**নির্ধারিত**" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত।

৩। **কতিপয় ব্যক্তিকে আটক বা বহিস্কারাদেশ প্রদানের ক্ষমতা।**- (১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ব্যক্তিকে ক্ষতিকর কার্য করা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করা আবশ্যক, তাহা হইলে -

(ক) উক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত ব্যক্তিকে আদেশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে এবং সময়ের পূর্বে ও পরে বাংলাদেশ ত্যাগ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের ক্ষেত্রে, বহিস্কারাদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) যদি কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহাকে ধারা ২ এর দফা (চ) এর উপ-দফা (ই), (ঈ), (উ), (ঊ), (ঋ) বা (এ) এর অর্থানুসারে কোনো ক্ষতিকর কার্য করা হইতে নিবৃত্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে আটক রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি তাহাকে আটকের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

[2] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা দফা (ছ) বিলুপ্ত।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুসারে কোনো আদেশ প্রদান করা হইলে, আদেশ প্রদানকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনুরূপ আদেশ প্রদানের কারণ এবং তাহার মতে উক্ত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য সকল বিবরণসহ আটকের বিষয়টি অনতিবিলম্বে সরকারকে অবহিত করিবেন, এবং সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে ইহা অনুমোদিত না হইলে, উক্ত আটকাদেশ প্রদানের পর হইতে পরবর্তী ত্রিশ দিনের অধিক কার্যকর থাকিবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) (খ) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে, উপ-ধারা (৫) এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি তাহাকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

(৫) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) (খ) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসরের কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড, বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪। **আটকাদেশ কার্যকরকরণ।**- ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করিবার পদ্ধতিতে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে আটকাদেশ কার্যকর করা যাইবে।

৫। **আটকের স্থান ও শর্তাবলি নির্ধারণের ক্ষমতা।**- আটকাদেশপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে -

(ক) সরকার কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত স্থানে ও শর্তে, শৃঙ্খলা সম্পর্কিত এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি সম্পর্কিত শর্তসহ, আটক রাখা যাইবে; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুসারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তর (remove) করা যাইবে।

৬। **কতিপয় কারণে আটকাদেশ অবৈধ বা অকার্যকর হইবে না।**- কোনো আটকাদেশ কেবল এই কারণে অবৈধ বা অকার্যকর হইবে না যে, আটকাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরকার বা আদেশ প্রদানকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের সীমানার বাহিরে অবস্থান করেন, বা উক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখিবার স্থান উক্ত সীমানার বাহিরে অবস্থিত।

৭। **পলাতক ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ।**- যদি সরকার বা ধারা ৩(২) এ উল্লিখিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, যে ব্যক্তিকে আটকাদেশ প্রদান করা হইয়াছে তিনি পলায়ন করিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন যাহার কারণে আদেশ কার্যকর করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে সরকার বা তিনি-

(ক) উক্ত ব্যক্তি সাধারণত যে এলাকায় বসবাস করেন সেই এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এতদ্‌সম্পর্কিত লিখিত রিপোর্ট করিবেন, এবং অতঃপর উক্ত ব্যক্তি ও তাহার সম্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৮৭,

৮৮ ও ৮৯ এর বিধান এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত আটকাদেশ উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানার ভিত্তিতে প্রদান করা হইয়াছে;

(খ) সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত স্থানে ও সময়ের মধ্যে আদেশে উল্লিখিত কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং উক্ত ব্যক্তি যদি অনুরূপ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদন্ড, বা অর্থ দণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, তাহার পক্ষে উক্ত নির্দেশ পালন সম্ভব ছিল না এবং তিনি আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার ঠিকানা এবং যে কারণে নির্দেশ পালন করা সম্ভব নহে তাহা উক্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিয়াছিলেন।

৮। **আদেশ প্রদানের কারণ অবহিতকরণ।**- ধারা ৩ এর অধীন আটকাদেশ প্রদানের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, যথাশীঘ্র সম্ভব, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আটকের কারণসমূহ অবহিত করিবে যাহাতে তিনি আদেশের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে তাহার বক্তব্য (representation) উত্থাপন করিতে সক্ষম হন, এবং অনুরূপ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে উক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ বক্তব্য উত্থাপনের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা এবং উক্ত বক্তব্য উত্থাপনে তাহাকে সর্বোচ্চ সুযোগ প্রদান করা :

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই কর্তৃপক্ষকে এইরূপ কোনো বিষয় প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবে না যাহা প্রকাশ করা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় জনস্বার্থ বিরোধী।

(২) আটকাদেশের ক্ষেত্রে, আটকাদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত আদেশবলে আটককৃত ব্যক্তিকে আটকের সময় বা আটকের পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, তবে আটকের তারিখ হইতে পনের দিনের অধিক সময় পরে নহে, তাহাকে আটকের কারণ অবহিত করিবে।

৯। **উপদেষ্টা পরিষদ গঠন।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবে।

(২) তিন জন ব্যক্তির সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে, যাহাদের মধ্যে দুই জন হইবেন এইরূপ ব্যক্তি যাহারা [3][হাইকোর্ট বিভাগের] বিচারক ছিলেন, বা আছেন, বা নিযুক্ত হইবার যোগ্য এবং অন্য একজন হইবেন প্রজাতন্ত্রের চাকুরিতে নিযুক্ত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এবং উক্ত ব্যক্তিগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) সরকার উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্যকে উহার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবে যিনি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক ছিলেন, বা আছেন, বা নিযুক্ত হইবার যোগ্য।

১০। **উপদেষ্টা পরিষদে প্রেরণ।**- এই আইনের অধীন আটকাদেশ প্রদানের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সরকার আটকাদেশ প্রদানের একশত বিশ দিনের মধ্যে ধারা ৯ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের নিকট অনুরূপ

[3] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৭৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা "সুপ্রীমকোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "হাইকোর্ট বিভাগ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

আটকাদেশ প্রদানের কারণসমূহ এবং আটকাদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত কোনো বক্তব্য, যদি থাকে, পেশ করিবে।

১১। **উপদেষ্টা পরিষদের কার্য পদ্ধতি** ।- (১) উপদেষ্টা পরিষদ উহার সম্মুখে উপস্থাপিত সকল বিষয় বিবেচনা করিবার পর এবং সরকারের নিকট হইতে বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে উহা যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করে সেইরূপ অধিকতর তথ্য তলব করিবার পর, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদানের পর আটকের তারিখ হইতে একশত সত্তর দিনের মধ্যে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে কিনা উপদেষ্টা পরিষদ তদসম্পর্কে রিপোর্টের একটা পৃথক অংশে উহার মতামত ব্যক্ত করিবে।

(৩) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে, সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই উপদেষ্টা পরিষদের মতামত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) এই ধারার কোনো কিছুই আটকাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পরিষদের নিকট প্রেরিত কোনো বিষয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে হাজির হইতে অধিকারি করিবে না, এবং উপদেষ্টা পরিষদের কার্যধারা এবং উহার রিপোর্ট, উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্টে উল্লিখিত উহার মতামতের অংশ ব্যতীত, গোপনীয় থাকিবে।

১২। **উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ**।– (১) যেক্ষেত্রে উপদেষ্টা পরিষদ উহার মতে কোনো ব্যক্তির আটক থাকিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে মর্মে রিপোর্ট প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে সরকার আটকাদেশটি চূড়ান্ত করিতে পারিবে, এবং উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত উপযুক্ত মনে করিবে, সেই মেয়াদ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আটক অব্যাহত রাখিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আটকাদেশটি পূর্বেই রহিত না হইয়া থাকিলে, উপদেষ্টা পরিষদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া আটকাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে প্রতি ছয় মাসে একবার আটকাদেশ পুনর্বিবেচনা করিবে, এবং সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এইরূপ পুনর্বিবেচনার ফলাফল অবহিত করিবে।

(২) যেক্ষেত্রে উপদেষ্টা পরিষদ এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান করে যে, উহার মতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, সেইক্ষেত্রে সরকার আটকাদেশ রদ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করিবে।

১৩। **আটকাদেশ প্রত্যাহার** ।- সরকার যে কোনো সময় কোনো আটকাদেশ প্রত্যাহার বা সংশোধন করিতে পারিবে।

১৪। **আটক ব্যক্তিদের সাময়িক মুক্তি (release)**।– (১) সরকার, যে কোনো সময়, নির্দেশ প্রদান করিতে পারে যে, আটকাদেশ অনুসারে আটককৃত কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য, কোনো শর্ত ব্যতীত বা নির্দেশপত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্মত শর্তাধীন, মুক্তির নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং সরকার তাহার মুক্তির নির্দেশ বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদানের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে, সরকার উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত নির্দেশে বর্ণিত শর্তাবলি যথাযথভাবে পালনের জন্য তাহার নিকট হইতে, জামিনদারসহ বা ব্যতিত মুচলেকা (bond) প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ যে কোনো ব্যক্তি তাহার মুক্তির নির্দেশে বা, ক্ষেত্র বিশেষ, মুক্তি বাতিলের আদেশে উল্লিখিত স্থান ও সময়ে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে আত্মসমর্পণ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনধিক দুই বৎসরের কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যদি উল্লিখিত উপ-ধারার অধীন তাহার উপর আরোপিত কোনো শর্ত, বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত মুচলেকার কোনো শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে মুচলেকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া ঘোষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা আবদ্ধ ব্যক্তি উহার জরিমানা পরিশোধে বাধ্য থাকিবেন।

১৫। **অন্তর্ঘাতমূলক কার্য**।- (১) কোনো ব্যক্তি-

(ক) সরকারের বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত হয় বা হইতে পারে এইরূপ কোনো ভবন, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা বা অন্য কোনো সম্পত্তি;

(খ) কোনো রেলপথ, রোপওয়ে, রাস্তা, খাল, সেতু, কালভার্ট, বাঁধ, বন্দর, ডকইয়ার্ড, বাতিঘর, বিমানঘাঁটি, টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন লাইন বা ডাক বা টেলিভিশন বা বেতার স্থাপনা;

(গ) কোনো রেলওয়ে বা নৌযান বা বিমান পোতের রোলিং স্টক;

(ঘ) কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন বা সরবরাহ, কোনো ময়লা নিষ্কাশন কাজ, খনি বা কারখানার জন্য ব্যবহৃত কোনো ইমরাত বা অন্য কোনো সম্পত্তি; [4][***]

(ঙ) এই আইন বা আপাতত বলবত অন্যকোনো আইনের অধীন কোনো নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত স্থান বা এলাকা; [5][বা]

[6][(চ) কোনো পাট, পাটজাত দ্রব্য, পাটগুদাম, পাটকল বা পাট বেলিং প্রেস,]

---

[4] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা “বা” শব্দটি বিলুপ্ত।

[5] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা “দাড়ি” এর পরিবর্তে “সেমিকোলন [(;)] চিহ্ন ও বা “শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[6] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫৯ নং আইন) এর ২ ধারাবলে দফা (চ) অন্তর্ভুক্ত।

এর কর্মক্ষমতা দুর্বল করিবার, কার্যকারিতা ব্যাহত করিবার বা ক্ষতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলি কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এইরূপ কোনো কার্য করা হইতে বিচ্যুতির (omission) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক যে কার্য করা সরকারের বা সরকারি কর্তৃপক্ষের বা কোনো ব্যক্তির প্রতি তাহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

[7][(৩) কোনো ব্যক্তি যদি এই ধারার কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি মৃত্যুদণ্ডে, বা [8][যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে], বা অনধিক চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।]

১৬। [**ক্ষতিকর কার্য, ইত্যাদি নিষিদ্ধ**।- বিশেষ ক্ষমতা *(*সংশোধন*)* আইন*,* ১৯৯১ *(*১৯৯১ সনের ১৮ নং আইন*)* এর ধারা ৩ দ্বারা বিলুপ্ত।]

১৭। [**কতিপয় দলিল, ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা**।- বিশেষ ক্ষমতা *(*সংশোধন*)* আইন*,* ১৯৯১ *(*১৯৯১ সনের ১৮ নং আইন*)* এর *ধারা* ৩ দ্বারা বিলুপ্ত।]

১৮। [**কতিপয় বিষয়ের প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণ** ।- বিশেষ ক্ষমতা *(*সংশোধন*)* আইন*,* ১৯৯১ *(*১৯৯১ সনের ১৮ নং আইন*)* এর *দ্বারা* ৩ দ্বারা বিলুপ্ত।]

১৯। **ধ্বংসাত্মক সংঘসমূহের নিয়ন্ত্রণ**।- (১) আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে সরকার কোনো সংঘ সম্পর্কে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংঘটি জনশৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকর কোনো কার্য করিতে পারে, বা অনুরুপ কোনো কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেইক্ষেত্রে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে শুনানির পর, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে নির্ধারিত অনধিক ছয় মাসের জন্য উক্ত সংঘের তৎপরতা স্থগিত রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো সংঘের প্রতি আদেশ বলবত থাকে, সেইক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা উক্ত সংঘের জন্য ব্যবহৃত ঘরবাড়ি ও আঙিনায় প্রবেশ ও তল্লাশি করিতে এবং উহার মালিকানাধীন বা হেফাজতে রক্ষিত যে কোনো দলিল দখলে লইতে পারিবেন, যাহা তাহার মতে জনশৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকর কার্যে ব্যবহার করা হইতে পারে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো সংঘের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, উপ-ধারা (১) অনুসারে প্রদত্ত আদেশ বলবত থাকাকালীন উক্ত সংঘের কোনো তহবিল বা সম্পত্তি ব্যবহার বা হস্তান্তর বা অন্যকোনোভাবে বিক্রয় বা কোনো লেন-দেন করা যাইবে না।

---

[7] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা উপ-ধারা(৩) প্রতিস্থাপিত।

[8] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর" শব্দগুলির পরিবর্তে "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত ।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো সংঘের ক্ষেত্রে কোনো আদেশ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে সংঘের কর্মচারী বা পাওনাদারের বা অন্য কোনো ব্যক্তির উক্ত সংঘ বা উহার তহবিল বা সম্পত্তির উপর সকল দাবি স্থগিত থাকিবে, এবং যতদিন পর্যন্ত উক্ত আদেশ বলবত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত উক্তরূপ দাবি সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা এবং কার্যধারা দায়ের বা পরিচালনা স্থগিত থাকিবে।

(৫) যে সংঘের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে কোনো মামলা, আপিল বা আবেদনের বিষয়ে তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, তামাদি আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৯নং আইন) এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে মেয়াদ পর্যন্ত আদেশ বলবৎ থাকিবে সেই মেয়াদ বাদ যাইবে।

(৬) যতদিন পর্যন্ত কোনো সংঘের বিষয়ে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বলবত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি-

(ক) সংঘটি পরিচালনা করিবেন না, বা পরিচালনায় সাহায্য করিবেন না;

(খ) সংঘের সদস্যগণের সভা অনুষ্ঠানে প্রনোদনা প্রদান বা প্রনোদনা প্রদানে সহায়তা করিবেন না, বা কোনো যোগ্যতাতেই উহার সভায় যোগদান করিবেন না;

(গ) অনুরূপ সভা সংক্রান্ত কোনো নোটিশ বা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবেন না;

(ঘ) সংঘকে সমর্থন করিবার জন্য কোনো ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইবেন না; বা

(ঙ) অন্য কোনোভাবে সংঘ পরিচালনার বিষয়ে কোনোক্রমেই সাহায্য করিবেন না।

(৭) এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশের একটি কপি সংঘের প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা সংঘের কার্যাবলি পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির নামে, যে কোনো নামে অভিহিত হউক না কেন, বা সংঘের প্রধান কার্যালয়ের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় হাতে হাতে বা ডাকযোগে প্রেরণের মাধ্যমে জারি করা যাইবে।

(৮) কোনো ব্যক্তি যদি এই ধারার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসরের কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৯) এই ধারায় ‘‘**সংঘ**’’ অর্থে কোনো ইউনিয়ন বা রাজনৈতিক দল অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২০। **কতিপয় সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ**।- (১) কোনো ব্যক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ধর্মভিত্তিক বা ধর্মের নামে গঠিত কোনো সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন করিতে বা উহার সদস্য হইতে বা অন্য কোনোভাবে উহার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পরিবেন না।

(২) যেক্ষেত্রে সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে, বা পরিচালিত হইতেছে, সেইক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে শুনানির

পর, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারিবে যে, উক্ত সংঘ বা ইউনিয়ন উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া গঠন করা হইয়াছে, বা পরিচালিত হইতেছে, এবং উক্তরূপ ঘোষণার পর সংশ্লিষ্ট সংঘ বা ইউনিয়ন অবিলম্বে বিলুপ্ত হইবে এবং উহার সকল সম্পত্তি ও তহবিল সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো সংঘ বা ইউনিয়ন বিলুপ্তির পর যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত সংঘ বা ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হিসাবে নিজেকে বহাল রাখেন বা উক্ত সংঘ বা ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করেন, বা অন্য কোনোভাবে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসরের কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২১। **সংরক্ষিত স্থানসমুহ**।– (১) সরকার, জনস্বার্থে, যদি বিবেচনা করে যে, কোনো স্থান বা কোনো শ্রেণির স্থানসমুহে অননুমোদিত ব্যক্তিদের প্রবেশ রোধ করিবার জন্য বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত স্থান বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত শ্রেণির প্রত্যেক স্থানকে সংরক্ষিত স্থান বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে; এবং উহার ফলে যতদিন পর্যন্ত এইরূপ আদেশ কার্যকর থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত উক্ত স্থান বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত শ্রেণির প্রতিটি স্থান এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষিত স্থান বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করিতে অথবা উহার উপর দিয়া চলাচল করিতে পারিবে না ।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করিবার অথবা উহার উপর দিয়া চলাচল করিবার অনুমতি প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি উক্ত অনুমতির অধীনে কাজ করিবার সময়, সরকার তাহার আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যেরূপ আদেশ প্রদান করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রতিপালন করিবেন।

২২। **সংরক্ষিত এলাকাসমূহ**।- (১) যদি সরকার, জনস্বার্থে, কোনো এলাকায় লোকজনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা হইলে এই আইনের অন্য কোনো বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, সরকার, আদেশ দ্বারা, এইরূপ এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে; এবং অত:পর উক্ত আদেশ কার্যকর থাকাকালীন এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত এলাকা একটি সংরক্ষিত এলাকা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে উল্লিখিত দিনে বা উক্ত দিনের পরে এবং আদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত অব্যাহতি সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি যিনি উক্ত দিনের শুরুতে উক্ত এলাকার বাসিন্দা ছিলেন না তিনি উক্ত আদেশ দ্বারা ঘোষিত সংরক্ষিত এলাকায় উক্ত আদেশে উল্লিখিত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতির শর্তাবলি প্রতিপালন ব্যতীত উক্ত স্থানে অবস্থান করিবেন না।

২৩। **ধারা ২১ এবং ২২ এর বিধানাবলি কার্যকরকরণ।** ।- (১) কোনো পুলিশ অফিসার বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো সংরক্ষিত স্থান বা এলাকায় প্রবেশকারী বা প্রবেশের অনুমতি প্রার্থীত ব্যক্তি বা উহাতে বা উহার অভ্যন্তরে অবস্থানকারী বা উহা হইতে প্রস্থানকারী যে কোনো ব্যক্তিকে, এবং উক্ত

ব্যক্তি কর্তৃক আনীত কোনো যানবাহন, নৌযান, পশু বা দ্রব্য তল্লাশি (search) করিতে পারিবেন, এবং তল্লাশির উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তি, যানবাহন, নৌযান, পশু বা দ্রব্য আটক করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারা অনুসারে কোনো মহিলাকে কোনো মহিলা কর্তৃক ব্যতীত তল্লাশি করা যাইবে না।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২১ বা ২২ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো সংরক্ষিত স্থানে বা, ক্ষেত্রমত, সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে গৃহিত অন্য কোনো কার্যধারাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, তাহাকে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার নির্দেশে উক্ত স্থান হইতে সরাইয়া দেওয়া (remove) যাইবে।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২১ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ২২ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া, কোনো সংরক্ষিত স্থান বা সংরক্ষিত এলাকায় অবস্থান করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসরের কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৪। **সান্ধ্য আইন**।- (১) কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট [9][বা [10][মহানগরী এলাকায় পুলিশ কমিশনার, সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যে, আদেশে উল্লিখিত অব্যাহতি সাপেক্ষে, আদেশে উল্লেখিত এলাকা বা এলাকাসমূহে উপস্থিত কোনো ব্যক্তি, আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত অনুমতি ব্যতীত, ঘরের বাহির হইবে না।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি এই ধারার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৫। **মজুতদারি ও কালোবাজারি কারবারের শাস্তি**।- [11][(১) যদি কোনো ব্যক্তি মজুতদারি ও কালোবাজারি কারবারের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি মৃত্যুদণ্ডে, বা [12][যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে,] বা অনধিক চৌদ্দ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মজুতদারি অপরাধের ক্ষেত্রে, এইরূপ অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনি আর্থিক বা অন্যকোনো লাভ করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত মজুত করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন মাসের কারাদণ্ডে, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।]

---

[9] ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৬৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১২ ও তফসিল দ্বারা "বা ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায়, পুলিশ কমিশনার " শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[10] চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪৮ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১১৪ ও তফসিল দ্বারা "বা ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় " শব্দগুলির পরিবর্তে "মহানগরী এলাকায়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[11] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা উপ-ধারা(১) প্রতিস্থাপিত।

[12] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর" শব্দগুলির পরিবর্তে "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত ।

(২) আদালত মজুতদারি বা কালোবাজারি কারবারের অপরাধে দণ্ড দানের সময় অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সবকিছু সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিবে।

(৩) [বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা বিলুপ্ত।]

[[13]২৫ ক। **মুদ্রার নোট (currency-note) বা সরকারি স্ট্যাম্প জাল করিবার শাস্তি**।– যদি কোনো ব্যক্তি-

(ক) মুদ্রার নোট বা সরকারি স্ট্যাম্প জাল করেন, বা জ্ঞাতসারে মুদ্রার নোট বা সরকারি স্ট্যাম্প জাল করিবার প্রক্রিয়ার কোনো অংশে কোনো কার্য সম্পাদন করেন; বা

(খ) মুদ্রার নোট বা সরকারি স্ট্যাম্প জাল হিসাবে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, বা জাল বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও, কোনো ব্যক্তির নিকট উক্ত মুদ্রার নোট বা সরকারি স্ট্যাম্প বিক্রয় করেন বা তাহার নিকট হইতে ক্রয় করেন বা গ্রহণ করেন বা অন্য কোনোভাবে বিনিময় করেন বা প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করেন; বা

(গ) কোনো মুদ্রার নোট বা সরকারি স্ট্যাম্প জাল করিবার জন্য কোনো কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি বা উপকরণ ব্যবহৃত হইবে বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, বা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও, উহা তৈরি করেন বা তৈরির প্রক্রিয়ার কোনো অংশে কোনো কার্য সম্পাদন করেন বা ক্রয় করেন বা বিক্রয় করেন বা হস্তান্তর করেন বা তাহার দখলে রাখেন,

তাহা হইলে তিনি মৃত্যুদণ্ডে, বা [14][যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে], বা অনধিক চৌদ্দ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায়-

(ক) ''জাল করা'' [অর্থ দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫) দ্বারা ইহার জন্য নির্ধারিত অর্থ;] এবং

(খ) ''সরকারি স্ট্যাম্প'' অর্থ রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত স্ট্যাম্প।

২৫খ। **চোরাচালানের শাস্তি**।– [15][(১) যদি কোনো ব্যক্তি আপাতত বলবত কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন আরোপিত বিধি-নিষেধ বা নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বা আপাতত বলবত কোনো আইনের অধীন আদায়যোগ্য শুল্ক বা কর ফাঁকি দিয়া-

[13] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা ধারা ২৫ক, ২৫খ, ২৫গ ও ২৫ঘ প্রতিস্থাপিত।

[14] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর" শব্দগুলির পরিবর্তে "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত ।

[15] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা বিদ্যমান ধারা ২৫খ এ উক্ত ধারার উপ-ধারা(১) সংখ্যায়িত।

(ক) পাট, স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাঁট, স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত দ্রব্য, মুদ্রা, খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ, আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্য, অথবা অন্য কোনো পণ্যদ্রব্য বাংলাদেশের বাহিরে নেয়; বা

(খ) বাংলাদেশের ভিতরে কোনো পণ্যদ্রব্য আনয়ন করেন,

তাহা হইলে তিনি মৃত্যুদণ্ডে, বা [16][যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বা অনধিক চৌদ্দ বৎসর ও অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।]

[17][(২) যদি কোনো ব্যক্তি আপাতত বলবত কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন বাংলাদেশে আনয়ন করা নিষিদ্ধ এইরূপ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন, বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করেন বা প্রদর্শন করেন বা বিক্রয়ের জন্য তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে রাখেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক সাত বৎসর কিন্তু এক বৎসরের নিম্নে নহে কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা।- যদি এই ধরণের পণ্যদ্রব্য বসবাসের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো প্রাঙ্গানে পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইহা অনুমিত হইবে যে, উক্ত পণ্যদ্রব্য এইরূপ ঘর-বাড়ি ও আঙ্গীনার মালিক বা, ক্ষেত্রমত, দখলদার বা উক্ত আঙ্গীনা ভাড়া দেওয়া হইলে, উহার দখলদার কর্তৃক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছে; এবং এইরূপ পণ্যদ্রব্য উক্ত আঙ্গীনায় তিনি রাখেন নাই বা উক্ত পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা হয় নাই বা এইরূপ পণ্যদ্রব্য এইরূপ সময় বাংলাদেশে আনা হইয়াছিল যখন কোনো আইন দ্বারা এইরূপ পণ্যদ্রব্য আনয়ন করা নিষিদ্ধ করা হয় নাই তাহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব এইরূপ মালিক বা দখলকারীর উপর বর্তাইবে।]

২৫গ। **খাদ্য, পানীয়, ঔষধ বা প্রসাধনী ভেজাল দেওয়া, বা ভেজাল দেওয়া খাদ্য, পানীয়, ঔষধ বা প্রসাধনী বিক্রয়ের শাস্তি**।- (১) যদি কোনো ব্যক্তি-

(ক) খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে অথবা এইরূপ দ্রব্য খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে মর্মে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় বা পানীয় হিসাবে অস্বাস্থ্যকর করিবার জন্য ভেজাল দেন; বা

(খ) কোনো খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় যাহা অস্বাস্থ্যকর করা হইয়াছে বা অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, বা খাদ্য বা পানীয় হিসাবে অনুপযুক্ত হইয়াছে, তাহা অস্বাস্থ্যকর জানিয়াও বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও, বিক্রয় করেন বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করেন বা প্রদর্শন করেন; বা

(গ) চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা ব্যবহৃত হইবে অথবা বিক্রয় বা ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো ঔষধ বা চিকিৎসা সামগ্রিতে এইরূপে

[16] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা অনধিক চৌদ্দ বৎসর ও অন্যূন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলি ও কমা (,)এর পরিবর্তে "যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বা অনধিক চৌদ্দ বৎসর ও অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলি ও কমা (,) প্রতিস্থাপিত।

[17] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা উপ-ধারা(২) সংযোজিত।

ভেজাল মিশ্রিত করেন যাহাতে এই ধরনের ঔষধ বা ঔষধ সামগ্রির কার্যক্ষমতা কমিয়া যায় বা গুণাগুণের পরিবর্তন হয়, অথবা ইহাকে এমনভাবে অস্বাস্থ্যকর করা হয় যেন উহাতে কোনো প্রকার ভেজাল দেওয়া হয় নাই; বা

(ঘ) কোনো ঔষধ বা ঔষধ সামগ্রিতে এইরূপে ভেজাল দেওয়া হইয়াছে যাহাতে উহার কার্যক্ষমতা কমিয়া যায় বা গুণাগুণের পরিবর্তন হয় অথবা অস্বাস্থ্যকর হয়, তাহা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, উহা বিক্রয় করেন বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করেন বা প্রদর্শন করেন বা ভেজাল নহে এই হিসাবে কোনো ঔষধালয় হইতে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে উহা ইস্যু করা হয়, বা ভেজাল সম্বন্ধে জ্ঞাত নহে এইরূপ ব্যক্তিকে ঔষধ হিসাবে উহা ব্যবহার করানো হয়; বা

(ঙ) জ্ঞাতসারে ভিন্ন ঔষধ বা চিকিৎসা সামগ্রি হিসাবে কোনো ঔষধ বা ঔষধ সামগ্রি বিক্রয় করেন বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করেন বা প্রদর্শন করেন বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ঔষধ হিসাবে কোনো ঔষধালয় হইতে প্রদান করেন;

তাহা হইলে তিনি মৃত্যুদণ্ড, বা [18][যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে], বা অনধিক চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি-

(ক) প্রসাধনের উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা ব্যবহৃত হইবে বা বিক্রয় বা ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো কেশ তৈল, টয়লেট সাবান বা প্রসাধনীতে এইরূপভাবে ভেজাল দেন যাহাতে চুল, ত্বক, গাত্র চর্মের বর্ণ বা শরীরের যে কোনো অংশের জন্য ক্ষতিকর হয়; বা

(খ) কোনো কেশ তৈল, টয়লেট সাবান বা অন্য কোনো প্রসাধনীতে এইরূপভাবে ভেজাল দেওয়া হইয়াছে যাহা চুল, ত্বক, গাত্র চর্মের বর্ণ বা শরীরের যে কোনো অংশের জন্য ক্ষতিকর তাহা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, ভেজাল হিসাবে উহা বিক্রয় করেন বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করেন বা প্রদর্শন করেন;

তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

২৫ঘ। **অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, ইত্যাদির শাস্তি**।- যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করেন, বা ষড়যন্ত্র করেন, বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন বা সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট অপরাধটির জন্য বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।]

---

[18] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর" শব্দগুলির পরিবর্তে "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত ।

[19][২৫ঙ। **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।- যেক্ষেত্রে কোনো ফার্ম, কোম্পানি বা বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক ধারা ২৫, ২৫ক, ২৫খ, ২৫গ বা ২৫ঘ এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়, সেইক্ষেত্রে উহার প্রত্যেক অংশীদার, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট যদি উক্ত ফার্ম, কোম্পানি বা বিধিবদ্ধ সংস্থার সহিত সক্রিয়ভাবে সম্পর্কিত থাকেন, তাহা হইলে অপরাধটি উক্ত অংশীদার, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা কর্মকর্তা বা এজেন্ট কর্তৃক সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল, বা অপরাধটি প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।]

২৬। **বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ এবং কতিপয় অন্যান্য অপরাধের বিচার**।- (১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে বা আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহ কেবল উপ-ধারা (২) অনুসারে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।

(২) প্রত্যেক দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং সহকারী দায়রা জজ তাহার নিজস্ব দায়রা বিভাগের মধ্যে, এই আইনের অধীন বিচারযোগ্য অপরাধসমূহের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বলিয়া গণ্য হইবে[20] [:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের তফসিলের অনুচ্ছেদ ৩ ও ৪ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহের বিচারের উদ্দেশ্যে, সরকার, তৎকর্তৃক নির্ধারিত এলাকাসমূহের জন্য এক বা একাধিক অতিরিক্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে, এবং এইরূপভাবে গঠিত অতিরিক্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক সদস্যবিশিষ্ট হইবেন, এবং তিনি এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি একজন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট।

(৩) দায়রা জজ সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বিচারের যে কোনো স্তরে তাহার নিজের দায়রা বিভাগের মধ্যে এক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালে যে কোনো মামলা স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

২৭। **বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি**।- (১) ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কোনো আসামিকে উহার নিকট বিচারের জন্য সোপর্দ করা ব্যতিরেকেই এই আইনের অধীন বিচারযোগ্য কোনো অপরাধ আমলে নিতে পারিবে, তবে অনূন সাব-ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার কোনো পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট ব্যতীত, এইরূপ কোনো অপরাধ আমলে নিবে না।

[19] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা ধারা ২৫ঙ সন্নিবেশিত ।

[20] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা দাড়ি(।) পরিবর্তে কোলন (:) প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর শর্তাংশ সংযোজিত।

(২) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের অধীন সংঘটিত বিচারযোগ্য কোনো অপরাধ উক্ত ব্যক্তি যে স্থানে আপাতত অবস্থান করেন বা যে স্থানে উক্ত অপরাধ বা উহার অংশবিশেষ সংঘটিত হইয়াছে, সেই স্থানের এখতিয়ার সম্পন্ন [21][কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনালের] নিকট বিচারের জন্য উপস্থাপন করা যাইবে।

(৩) কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ সময়ে বা স্থানে বা সরকার যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে আসন গ্রহণ পারিবে।

(৪) এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারাধীন ট্রাইব্যুনাল সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অপরাধের বিচার করিবে এবং অনুরূপ বিচারের ক্ষেত্রে, ট্রাইব্যুনাল ফৌজদারি কার্যবিধিতে সমন মামলার সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(৫) কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কোনো উদ্দেশ্যেই কোনো বিচারকার্য মুলতবি করিবে না, যদি না উহার মতে ন্যায় বিচারের স্বার্থে অনুরূপ মুলতবি প্রয়োজন হয়।

[22][(৬) যেক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো আসামী পলায়ন করিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন যাহাতে তাহাকে গ্রেফতার করা না যায়, বা উহার সম্মুখে বিচারের জন্য হাজির করা না যায় এবং তাহাকে গ্রেফতার করিবার আশু সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে উহা বহুল প্রচারিত কমপক্ষে ২ (দুই) টি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, আদেশে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উহার সম্মুখে হাজির হইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ প্রদান করিবে এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে, তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার করা যাইবে।

(৬ক) যেক্ষেত্রে কোনো আসামীকে ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে হাজির করিবার পর অথবা জামিনে মুক্তি পাইবার পর তিনি পলায়ন করেন বা উহার সম্মুখে হাজির হইতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (৬) এ বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হইবে না, এবং ট্রাইব্যুনাল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতেই উহার বিচার করিবে।]

[23][(৭) কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বা স্বেচ্ছায়, কোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন বিচারযোগ্য কোনো অপরাধের পুনঃতদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে এবং তৎকর্তৃক সময়সীমার মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।]

[[24]২৮। **বিশেষ ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা**।- ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

---

[21] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা "বিশেষ ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে "যে কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[22] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা পূর্বের উপ-ধারা (৬) এর পরিবর্তে "উপ-ধারা (৬) ও (৬ক) প্রতিস্থাপিত।

[23] বিশেষ ক্ষমতা (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৭৩ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা উপ-ধারা (৭) সংযোজিত।

[24]বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা ধারা ২৮ প্রতিস্থাপিত।

(ক) একজন দায়রা জজ, একজন অতিরিক্ত দায়রা জজ বা একজন সহকারী দায়রা জজ সমন্বয়ে গঠিত কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তৎকর্তৃক দোষী সাব্যস্ত যে কোনো ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য আইনে অনুমোদিত যে কোনো দন্ড প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) একজন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তৎকর্তৃক দোষী সাব্যস্ত যে কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড, [25][যাবজ্জীবন কারাদন্ড] অথবা সাত বৎসরের অধিক মেয়াদের কারাদন্ড এবং দশ হাজার টাকার অধিক অর্থদন্ড ব্যতীত সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য আইনে অনুমোদিত যে কোনো দন্ড প্রদান করিতে পারিবে।

২৯। **বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যধারায় ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলি প্রয়োগ**।- এই আইনের বিধানাবলির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে, যতদূর সম্ভব বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যধারায় ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলি প্রয়োগ হইবে, এবং উক্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালসমূহ ফৌজদারী কার্যবিধি দ্বারা আদি এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালতের উপর যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে সেই সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবে, এবং উক্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবেন।

[26] [[27] [৩০। **আপিল এবং মৃত্যুদন্ড অনুমোদন**।- (১) বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কোনো আদেশ, রায় বা দন্ডের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ, রায় বা দন্ড আরোপ বা প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করা যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কোনো মৃত্যুদন্ড প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে উহার কার্যধারা হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মৃত্যুদন্ড অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উহা কার্যকর করা যাইবে না।

৩০ক। **দন্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা**।– ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৯ এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ন না করিয়া, সরকার যে কোনো সময় এই আইনের অধীন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো দন্ড মওকুফ করিতে, সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে বা হ্রাস করিতে পারিবে।

৩১। **নূতন করিয়া বিচারে বাধা**।- কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে, যে সাক্ষীর সাক্ষ্য ইতোমধ্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাকে পুনঃতলব বা পুনঃশুনানি করিতে, বা যে কার্যধারা ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা পুনঃআরম্ভ করিতে বাধ্য থাকিবে না, তবে ইতোমধ্যে প্রদত্ত বা লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কার্য করিতে বা মামলা যে স্তরে উপনীত হইয়াছে, সেই স্তর হইতে বিচার অব্যাহত রাখিতে পারিবে।

---

[25] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা "দ্বীপান্তর" শব্দটির পরিবর্তে "যাবজ্জীবন কারাদন্ড" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত ।

[26] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা ধারা ৩০ এর পরিবর্তে ধারা ৩০ ও ৩০ক প্রতিস্থাপিত।

[27] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা ধারা ৩০ প্রতিস্থাপিত।

৩২। **অপরাধসমূহের আমলযোগ্যতা এবং অজামিনযোগ্যতা**।- ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) এই আইনের অধীন বিচারযোগ্য সকল অপরাধ আমলযোগ্য হইবে; [28][এবং]

(খ) [29][(***)]

(গ) এই আইনের অধীন বিচারযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত বা দন্ডিত [30][কোনো] ব্যক্তি, হেফাজতে থাকিলে, জামিনে বা তাহার নিজের মুচলেকায় মুক্তি প্রদান করা যাইবে না, যদি না-

(অ) এইরুপ মুক্তির আবেদনের উপর বাদিপক্ষ (prosecution) শুনানির সুযোগ পাইয়া থাকে; এবং

(আ) বাদিপক্ষ কর্তৃক এইরুপ আবেদনের বিরোধিতা করিবার ক্ষেত্রে, ম্যাজিস্ট্রেট, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আসামি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য অপরাধী নহে তাহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে।

৩৩। **পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রদান**।- এই আইনের অধীন বিচারযোগ্য কোনো অপরাধ সম্পর্কে গ্রেফতারকারী পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিবার পর, অবিলম্বে এইরুপ গ্রেফতার সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাহার দাখিলী রিপোর্টের একটি অনুলিপি সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপ কর্মকর্তার মাধ্যমে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩৪। **আদালতসমূহের এখতিয়ারে বাধা**।- এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান ব্যতীত, এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, জারিকৃত নির্দেশ বা গৃহীত কার্যধারা বা উক্তরূপে প্রদত্ত, জারিকৃত বা, ক্ষেত্রমত, গৃহীত হিসাবে ব্যাখায়িত কোনো আদেশ, নির্দেশ বা কার্যধারার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে প্রশ্ন উথাপন করা যাইবে না; এবং এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত বা করিতে অভিপ্রেত কোনো কিছুর জন্য সরকার বা কোনো ব্যাক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

[31][৩৪ক। **মৃত্যুদন্ড কার্যকরকরণ**।- এই আইনের অধীন যখন কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয় তখন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল যেভাবে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইভাবে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাহার ঘাড়ে ফাঁসি দিয়া বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গুলি করিয়া মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা যাইবে।

---

[28] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা "এবং" শব্দটি সংযোজিত।

[29] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা দফা(খ) বিলুপ্ত।

[30] বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা "অন্য যে কোন" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোনো" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

৩৪খ। **আইনের প্রাধান্য**।- ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে।]

৩৫। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- নিরাপত্তা আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ সনের ৩৫ নং আইন), জননিরাপত্তা অধ্যাদেশ, ১৯৫৮ (১৯৫৮ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৭৮) এবং বাংলাদেশ তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫০) এতদদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) এইরূপ রহিত সত্ত্বেও,-

(ক) নিরাপত্তা আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ সনের ৩৫ নং আইন), বা জন নিরাপত্তা অধ্যাদেশ, ১৯৫৮ (১৯৫৮ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৭৮) এর কোনো বিধানের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা প্রণীত কোনো বিধি বা কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা, এই আইনের বিধানবলীর সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে, এই আইনের বিধানানুসারে প্রদত্ত, প্রণীত, কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশ তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫০) এর অধীন নিয়োগকৃত বা গঠিত অথবা নিয়োগকৃত বা গঠিত বলিয়া গণ্য কোনো বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের নিকট বিচারাধীন সকল মামলা উক্তরুপ বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে, এবং এইরুপ মামলাসমূহ সম্পর্কিত সকল বিষয় উক্ত আদেশের বিধানানুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে যেন উহা এই আইন দ্বারা রহিত হয় নাই।

[31] বিশেষ ক্ষমতা (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৭৩ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা উপ-ধারা (৭) সংযোজিত।

তফসিল

(ধারা ২৬ দ্রষ্টব্য)

১. এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;

২. (***)

৩. অস্ত্র আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সনের ১১ নং আইন) এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;

৪. বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৬ নং আইন) এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;

৪ক. জরুরি ক্ষমতা আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ১ নং আইন) এর অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালা বা উক্ত বিধিমালার অধীন প্রণীত আদেশের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;

৫. (***)

৬. উপরি-উক্ত অপরাধসমূহ সংঘটনের চেষ্টা, বা ষড়যন্ত্র, বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা সহায়তা।